কালের কণ্ঠ

তারিখ ... 18 JUN 2016 ...
পৃষ্ঠা ২ ... কলাম ২ ...

শিক্ষকদের সম্মানী আত্মসাৎ

মাসুদ খান, মুন্সীগঞ্জ ▷

মুন্সীগঞ্জে ইসলামি ফাউন্ডেশনের উপপরিচালকসহ কয়েকজনের বিরুদ্ধে ইসলামিক ফাউন্ডেশনের মসজিদভিত্তিক শিশু ও গণশিক্ষা কেন্দ্রের শিক্ষকদের সম্মানীর প্রায় অর্ধেক অংশ জোর করে আত্মসাতের অভিযোগ উঠেছে। তবে ওই উপপরিচালক এ অভিযোগ অস্বীকার করেছেন।

সংশ্লিষ্ট সূত্রে জানা যায়, মাসখানেক আগে জেলা শহরে মাসিক সমন্বয় সভায় গণশিক্ষা কেন্দ্রের প্রত্যেক শিক্ষককে এক হাজার করে টাকা দিতে বলা হয়। পরে ওই টাকা ফিল্ড অফিসার, কেয়ারটেকারসহ মাঠপর্যায়ের কর্মচারীদের কাছে জমা দিতে হয়।

নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক ওই প্রকল্পের কয়েকজন শিক্ষক বলেন, ইসলামিক ফাউন্ডেশনের উপপরিচালকের ইঙ্গিতেই এটি হয়েছে। আগে এসব দেখা যায়নি। সম্প্রতি কয়েক দিন পর পর শিক্ষকদের ডেকে অকারণে শাসানো হয়। সেদিন জেলা কার্যালয়ে বলা হয়, বিভিন্ন কাজে দৌড়াদৌড়ি করতে নাকি অনেক টাকা খরচ হয়, এ জন্য সবার কাছ থেকে এক হাজার করে টাকা চাওয়া হয়। তা ছাড়া তখন অডিটের কথাও বলা হয়।

ইসলামিক ফাউন্ডেশন মুন্সীগঞ্জ

সদর উপজেলার গুহেরকান্দি মোল্লাবাড়ী জামে মসজিদের ইমাম ও ওই মসজিদের গণশিক্ষা কেন্দ্রের শিক্ষক মাওলানা মোহাম্মদ বায়েজিদ জানান, গত মাসের বেতন ব্যাংকে জমা হওয়ার পর ফিল্ড অফিসার মুজাহিদ তাঁকে ডেকে ওই এক হাজার টাকার কথা আবারও মনে করিয়ে দেন। শেষ পর্যন্ত এক হাজার টাকা দিতে বাধ্য হন তিনি।

ছোট কাটাখালী কবরস্থান জামে মসজিদের ইমাম মাওলানা বোরহান উদ্দিন জানান, তাঁকে বেতনের এক হাজার টাকা দিতে বাধ্য করা হয়। ওই টাকা তিনি ফাউন্ডেশনের সুপারভাইজার মো. হানিফকে দিয়েছেন। তিনি বলেন, শিক্ষকের বেতনের টাকা নেওয়ার জন্য কত কৌশল করা হয়, অথচ শিক্ষার্থীদের জন্য বরাদ্দ শিক্ষা উপকরণ চক, ডাস্টার, ব্ল্যাকবোর্ড দেওয়ার ব্যাপারে তাঁদের কোনো উদ্যোগ নেই। বিষয়টি তিনি স্থানীয় সংসদ সদস্যকে জানিয়েছেন।

কাটাখালী বাজার জামে মসজিদের শিক্ষক কাজী হাবিব জানান, দুই হাজার ৩০০ টাকা সম্মানীর মধ্য থেকে এক হাজার টাকা দাবি করেন ইসলামিক ফাউন্ডেশনের কর্তাব্যক্তিরা। সুপারভাইজার হানিফ উপপরিচালক ও সহকারী পরিচালকের বরাত দিয়ে ওই টাকা আদায় করেন।

সদর উপজেলা গণশিক্ষা কেন্দ্রের তত্ত্বাবধায়ক মো. আবদুস সালাম জানান, তাঁর আওতায় থাকা আটটি নতুন মসজিদের গণশিক্ষা কেন্দ্র থেকে তাঁর মাধ্যমে এক হাজার করে টাকা আদায় করা হয়। পরে ওই টাকা ফাউন্ডেশনের সহকারী পরিচালকের কাছে জমা দেওয়া হয়। তিনি জানান, মদিনা বাজার জামে মসজিদ, উত্তর মহাখালী নবাব আলী ছৈয়ালবাড়ী জামে মসজিদ, উত্তর মহাখালী মোল্লাবাড়ী জামে মসজিদ, কেওয়ার হাওলাদারবাড়ী জামে মসজিদ, রামশিং খানবাড়ী জামে মসজিদ, মোল্লাকান্দি মহেষপুর পাঁচআনী জামে মসজিদ, রামপাল বড় দেওয়ানবাড়ী জামে মসজিদ ও মাকহাটি জামে মসজিদ কেন্দ্রে শিক্ষকদের কাছ থেকে ওই টাকা আদায় করা হয়।

সিরাজদিখান উপজেলা গণশিক্ষার তত্ত্বাবধায়ক মোহাম্মদ ফোরকান একইভাবে নতুন কেন্দ্রগুলোর শিক্ষকদের সম্মানী থেকে টাকা তুলেছেন। টাকা আদায় করা হয়েছে ধামালিয়া মিরাপাড়া মাস্টারবাড়ী মক্তবের শিক্ষক সোপা আক্তার শিলা ও পশ্চিম আবীরপাড়া জামে মসজিদ মজিবুর রহমানসহ ২০-২২টি কেন্দ্র থেকে। লৌহজংয়ে ১৬ জন শিক্ষকের কাছ থেকেও টাকা আদায় করা হয়েছে।

গজারিয়ায় ১৭ জনের মধ্যে ১৫ জনের কাছ থেকে এক হাজার করে টাকা দেওয়া হয়েছে সহকারী পরিচালকের কাছে। গত ২৬ মে হোসেন্দি দরগাবাড়ী জামে মসজিদের ইমাম ওমর ফারুক ওই টাকা জমা দিয়েছেন। আর অন্য দুজনের টাকা জমা হয়েছে গজারিয়ার সুপারভাইজার মোস্তাফা রহমানের কাছে। একইভাবে টঙ্গীবাড়ি ও শ্রীনগর উপজেলার মসজিদগুলোর নতুন কেন্দ্রের শিক্ষকদের কাছ থেকে টাকা আদায় করা হয়েছে।

দুর্নীতিসহ বিভিন্ন অভিযোগে ২০০৯ সালে বরখাস্ত ইসলামিক ফাউন্ডেশনের ফিল্ড অফিসার মুজাহিদুল ইসলাম সেলিম ওই চাঁদা তোলার সঙ্গে জড়িত বলে জানা গেছে। কিন্তু তাঁকে কয়েক দফা ফোন করেও কথা বলা সম্ভব হয়নি। ফোন দিলে তা রিসিভ করে তাঁর সন্তান। চেয়েও তার বাবার সঙ্গে কথা বলা যায়নি।

এ ব্যাপারে ইসলামিক ফাউন্ডেশনের সহকারী পরিচালক সেলিম সরকার দাবি করেন, এভাবে টাকা আদায় করা সম্ভব নয়। এর সঙ্গে তাঁরও সম্পৃক্ত থাকার অভিযোগ রয়েছে জানালে তিনি বলেন, 'তাহলে তো আমারও বিচার হওয়া উচিত।' এ ছাড়া শিক্ষা উপকরণের জন্য কয়েক লাখ টাকা বরাদ্দ থাকলেও কেন্দ্রগুলো কেন এ উপকরণ পায়নি তার কোনো সদুত্তর দিতে পারেননি তিনি।

মুন্সীগঞ্জ ইসলামিক ফাউন্ডেশনের উপপরিচালক মোহাম্মদ মহিউদ্দিন এসব অভিযোগ অস্বীকার করে বলেন, শিক্ষকদের কোনো সম্মানী আত্মসাৎ করা হয়নি। তাঁদের মাধ্যমে তৃণমূল পর্যায় থেকে জাকাত আদায় করা হয়। ওই বিষয়টি এর সঙ্গে গুলিয়ে ফেলা হয়ে থাকতে পারে। এ ছাড়া শিক্ষা উপকরণ ঢাকা কেন্দ্র থেকে কিনে দেওয়া হয়। সেখান থেকে পাওয়া যায়নি বলেই কেন্দ্রগুলোতে দেওয়া যাচ্ছে না।

এ ব্যাপারে মসজিদভিত্তিক শিশু ও গণশিক্ষা কার্যক্রমের প্রকল্প পরিচালক হাসান জাহাঙ্গীর আলম বলেন, 'এ বিষয়ে কিছু কথাবার্তা শুনেছি। ঘটনার কিছুটা সত্যতা পাওয়া গেছে। কয়েকজন মিলে এমন একটি পরিকল্পনা করেছিলেন। তবে সম্ভবত তা বাস্তবায়ন করা সম্ভব হয়নি। এ-সংক্রান্ত অভিযোগ পাওয়ার পর বৃহস্পতিবার ফাউন্ডেশনের উপপরিচালককে ফোন দিয়েছিলাম; কিন্তু তিনি রিসিভ করেননি। তবে এ ধরনের কিছু ঘটে থাকলে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়া হবে।'